দৈনিক বর্তমান

অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের জন্য জাতির পক্ষ থেকে উপহার: ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় একাডেমিক উদ্যোগ। এই প্রকল্পটি জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা একে জাতির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার হিসেবে বিবেচনা করছি। জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৩০ জুলাই ২০২৫ বুধবার অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য এসব কথা বলেন। প্রায় ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রকল্পের সারসংক্ষেপ এবং অ্যানিমেশন চিত্র উপস্থাপন করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য আরও বলেন, এই প্রকল্প মূলত একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় যে ভবনসমূহ নির্মিত হবে, তার প্রায় সবকটিই শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি ব্রিটিশ মডেল অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কার্যক্রমও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে।

উপাচার্য জানান, এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গবেষণাকেন্দ্র, ল্যাব এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি সমাজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় থাকলেও অনুমতির ভিত্তিতে বাইরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে সবুজায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বৃদ্ধির বিষয়েও প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান থাকবে আপনারা পরামর্শ দিয়ে এব্যাপারে সহায়তা করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা এটিকে একটি মাস্টারপ্ল্যানের সূচনা হিসেবে দেখছি। আশা করি, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী এক থেকে দেড় দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, আজকের এই সংবাদ সম্মেলন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যও বটে। এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের বহুদিনের চাহিদা ছিল এবং এটি এখন বাস্তবায়নের পথে।

তিনি বলেন, অবকাঠামো যেমন প্রয়োজন তেমনি গবেষণার জন্যও টেকসই অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যাতে সাবলীলভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সে জন্য আরও সহায়তা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে তিনি অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্যাম্পাসের ওপেন স্পেস বা উন্মুক্ত জায়গা হ্রাস পাবে না বরং গ্রীণ স্পেস প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এটি পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত একটি প্রকল্প।

তিনি বলেন, আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময়জুড়ে দায়িত্বে নাও থাকতে পারি। কিন্তু এ টাকাগুলো যেন অপচয় না হয়, সে জন্য সাংবাদিক সমাজকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। আপনারা চোখ-কান খোলা রাখবেন। যেটা করা দরকার, সেটাই করবেন।

সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে কোষাধ্যক্ষ বলেন, আপনারা প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে অব্যাহত নজরদারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

কোষাধ্যক্ষ আরও জানান, প্রতি ছয় মাস পরপর আমার দফতর থেকে এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, ০৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের কাজ জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু করে জুন ২০৩০ এর মধ্যে শেষ হবে।

এই প্রকল্পের অধীনে:

* ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ,
* ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ,
* ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ,
* ৫টি ছাত্র হলের জন্য এবং ৪টি ছাত্রী হলের জন্য হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি,
* শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ,
* ৫টি অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ,
* ৪টি জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন,
* বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার,
* খেলার মাঠ উন্নয়ন ১টি,
* পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২টি এবং
* ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ওয়েস্টবিন-২৫৬টি) করা হবে।

নয়া দিগন্ত

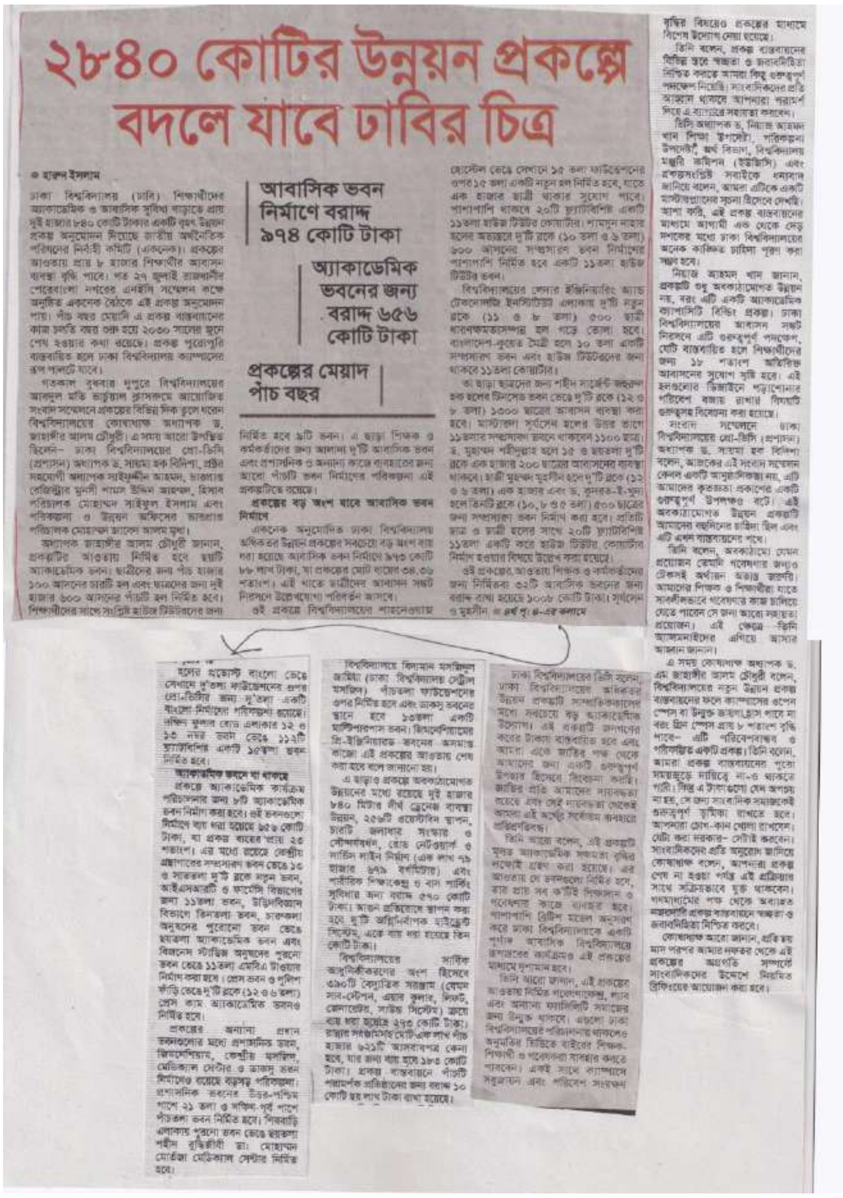

২৮৪০ কোটির উন্নয়ন প্রকল্পে বদলে যাবে ঢাবির চিত্র

● হারুন ইসলাম

আবাসিক ভবন নির্মাণে বরাদ্দ ৯৭৪ কোটি টাকা

অ্যাকাডেমিক ভবনের জন্য বরাদ্দ ৬৫৬ কোটি টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ও আবাসিক সুবিধা বাড়াতে প্রায় দুই হাজার ৮৪০ কোটি টাকার একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাবে। গত ২৭ জুলাই রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে এই প্রকল্প অনুমোদন পায়। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলতি বছর শুরু হয়ে ২০৩০ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের রূপ পালটে যাবে।

গতকাল বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনশী শামস উদ্দিন আহম্মদ, হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা।

অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত হবে ছয়টি অ্যাকাডেমিক ভবন। ছাত্রীদের জন্য পাঁচ হাজার ১০০ আসনের চারটি হল এবং ছাত্রদের জন্য দুই হাজার ৬০০ আসনের পাঁচটি হল নির্মিত হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাউজ টিউটরদের জন্য নির্মিত হবে ৯টি ভবন। এ ছাড়া শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা দু'টি আবাসিক ভবন এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য আরো পাঁচটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা এই প্রকল্পটিতে রয়েছে।

প্রকল্পের বড় অংশ যাবে আবাসিক ভবন নির্মাণে

একনেক অনুমোদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় ধরা হয়েছে আবাসিক ভবন নির্মাণে ৯৭৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা, যা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৩৪.৩৬ শতাংশ। এই খাতে ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে।

ওই প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হোস্টেল ভেঙে সেখানে ১৫ তলা ফাউন্ডেশনের ওপর ১৫ তলা একটি নতুন হল নির্মিত হবে, যাতে এক হাজার ছাত্রী থাকার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি থাকবে ২০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট একটি ১১তলা হাউজ টিউটর কোয়ার্টার। শামসুন নাহার হলের অভ্যন্তরে দু'টি ব্লকে (১০ তলা ও ৯ তলা) ৬০০ আসনের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের পাশাপাশি নির্মিত হবে একটি ১১তলা হাউজ টিউটর ভবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এলাকায় দু'টি নতুন ব্লকে (১১ ও ৮ তলা) ৫০০ ছাত্রী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হল গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ১০ তলা একটি সম্প্রসারণ ভবন এবং হাউজ টিউটরদের জন্য থাকবে ১১তলা কোয়ার্টার।

তা ছাড়া ছাত্রদের জন্য শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের টিনশেড ভবন ভেঙে দু'টি ব্লকে (১২ ও ৮ তলা) ১৩০০ ছাত্রের আবাসন ব্যবস্থা করা হবে। মাস্টারদা সূর্যসেন হলের উত্তর ভাগে ১১তলার সম্প্রসারণ ভবনে থাকবেন ১১০০ ছাত্র। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ১৫ ও ছয়তলা দু'টি ব্লকে এক হাজার ২০০ ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে দু'টি ব্লকে (১২ ও ৬ তলা) এক হাজার এবং ড. কুদরত-ই-খুদা হলে তিনটি ব্লকে (১০, ৮ ও ৫ তলা) ৫০০ ছাত্রের জন্য সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি ছাত্র ও ছাত্রী হলের সাথে ২০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১১তলা একটি করে হাউজ টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিতব্য ৩২টি আবাসিক ভবনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০০৮ কোটি টাকা। সূর্যসেন ও মুহসীন হলের প্রভোস্ট বাংলো ভেঙে সেখানে দু'তলা ফাউন্ডেশনের ওপর প্রো-ভিসির জন্য দু'তলা একটি বাংলো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। দক্ষিণ ফুলার রোড এলাকার ১২ ও ১৩ নম্বর ভবন ভেঙে ১১২টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট একটি ১৫তলা ভবন নির্মিত হবে।

■ ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

অ্যাকাডেমিক ভবনে যা থাকছে

প্রকল্পে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬টি অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। এই ভবনগুলো নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫৬ কোটি টাকা, যা প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ভবন ভেঙে ১৩ ও সাততলা দু'টি ব্লকে নতুন ভবন, আইএসআরটি ও ফার্মেসি বিভাগের জন্য ১১তলা ভবন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে তিনতলা ভবন, চারুকলা অনুষদের পুরোনো ভবন ভেঙে ছয়তলা অ্যাকাডেমিক ভবন এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের পুরনো ভবন ভেঙে ১১তলা এমবিএ টাওয়ার নির্মাণ করা হবে। প্রেস ভবন ও পুলিশ ফাঁড়ি ভেঙে দু'টি ব্লকে (১২ ও ৬ তলা) প্রেস কাম অ্যাকাডেমিক ভবনও নির্মিত হবে।

প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান ভবনগুলোর মধ্যে প্রশাসনিক ভবন, জিমনেশিয়াম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, মেডিক্যাল সেন্টার ও ডাকসু ভবন নির্মাণেও রয়েছে বড়সড় পরিকল্পনা। প্রশাসনিক ভবনের উত্তর-পশ্চিম পাশে ২১ তলা ও দক্ষিণ-পূর্ব পাশে পাঁচতলা ভবন নির্মিত হবে। শিববাড়ি এলাকায় পুরনো ভবন ভেঙে ছয়তলা শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা: মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিক্যাল সেন্টার নির্মিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান মসজিদুল জামিয়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল মসজিদ) পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের ওপর নির্মিত হবে এবং ডাকসু ভবনের স্থানে হবে ১৩তলা একটি মাল্টিপারপাস ভবন। জিমনেশিয়ামের প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড ভবনের অসমাপ্ত কাজও এই প্রকল্পের আওতায় শেষ করা হবে বলে জানানো হয়।

এ ছাড়াও প্রকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে দুই হাজার ৮৪০ মিটার দীর্ঘ ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, ২৫৬টি ওয়েস্টবিন স্থাপন, চারটি জলাধার সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন, রোড নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ (এক লাখ ৭৯ হাজার ৬৭৯ বর্গমিটার) এবং শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র ও বাস পার্কিং সুবিধার জন্য বরাদ্দ ৫৭০ কোটি টাকা। আগুন প্রতিরোধে স্থাপন করা হবে দুটি অগ্নিনির্বাপক হাইড্রেন্ট সিস্টেম, এতে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে ৩৯০টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যেমন সাব-স্টেশন, এয়ার কুলার, লিফট, জেনারেটর, সাউন্ড সিস্টেম) ক্রয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৩ কোটি টাকা। ছাত্রাবাস সরঞ্জামসহ মোট এক লাখ পাঁচ হাজার ৬২১টি আসবাবপত্র কেনা হবে, যার জন্য ব্যয় হবে ১৮৩ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে পাঁচটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ ১০ কোটি ছয় লাখ টাকা রাখা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় অ্যাকাডেমিক উদ্যোগ। এই প্রকল্পটি জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা এটি জাতির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার হিসেবে বিবেচনা করছি। জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরো বলেন, এই প্রকল্পটি মূলত অ্যাকাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় যে ভবনগুলো নির্মিত হবে, তার প্রায় সব ক'টিই শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি ব্রিটিশ মডেল অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কার্যক্রমও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে।

তিনি আরো জানান, এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গবেষণাকেন্দ্র, ল্যাব এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় থাকলেও অনুমতির ভিত্তিতে বাইরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। একই সাথে ক্যাম্পাসে সবুজায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বৃদ্ধির বিষয়েও প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান থাকবে আপনারা পরামর্শ দিয়ে এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন।

তিনি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা এটিকে একটি মাস্টারপ্ল্যানের সূচনা হিসেবে দেখছি। আশা করি, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী এক থেকে দেড় দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

নিয়াজ আহমদ খান জানান, প্রকল্পটি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং এটি একটি অ্যাকাডেমিক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সঙ্কট নিরসনে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যেটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮ শতাংশ অতিরিক্ত আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই হলগুলোর ডিজাইনে পড়াশোনার পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, আজকের এই সংবাদ সম্মেলন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষও বটে। এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের বহুদিনের চাহিদা ছিল এবং এটি এখন বাস্তবায়নের পথে।

তিনি বলেন, অবকাঠামো যেমন প্রয়োজন তেমনি গবেষণার জন্যও টেকসই অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যাতে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সে জন্য আরো সহায়তা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে তিনি অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্যাম্পাসের ওপেন স্পেস বা উন্মুক্ত জায়গা হ্রাস পাবে না বরং গ্রিন স্পেস প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে– এটি পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত একটি প্রকল্প। তিনি বলেন, আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময়জুড়ে দায়িত্বে না-ও থাকতে পারি। কিন্তু এ টাকাগুলো যেন অপচয় না হয়, সে জন্য সাংবাদিক সমাজকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। আপনারা চোখ-কান খোলা রাখবেন। যেটা করা দরকার– সেটাই করবেন। সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে কোষাধ্যক্ষ বলেন, আপনারা প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে অব্যাহত নজরদারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

কোষাধ্যক্ষ আরো জানান, প্রতি তিন মাস পরপর আমাদের দফতর থেকে এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হবে।

সময়ের আলো

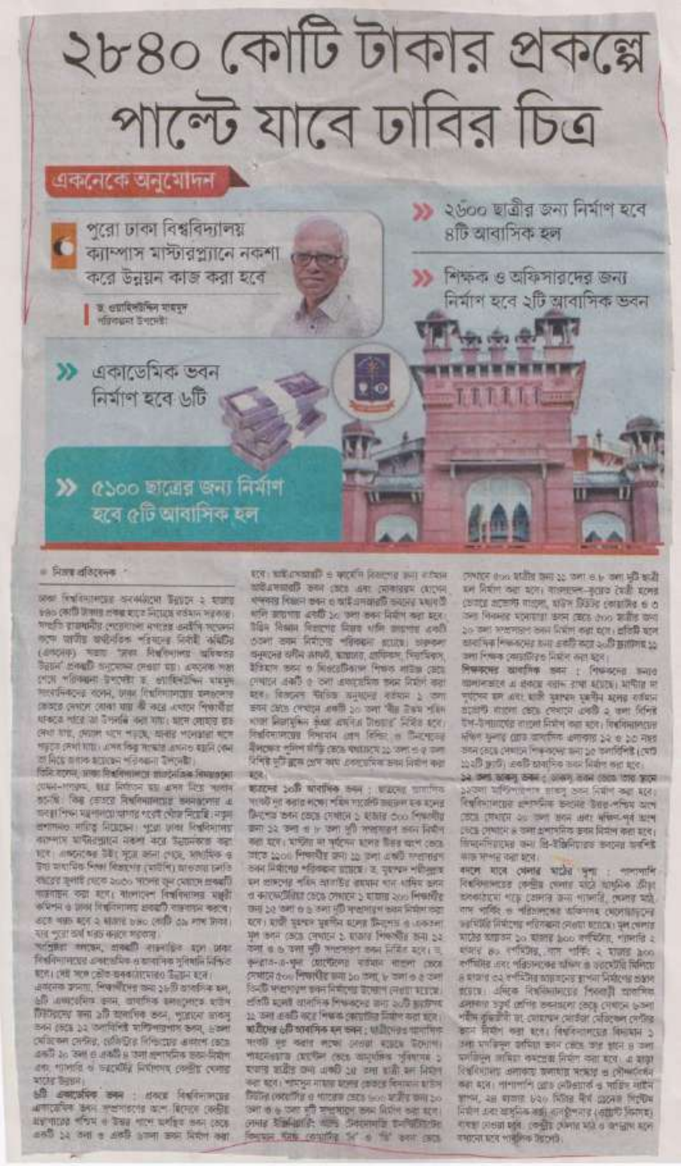

২৮৪০ কোটি টাকার প্রকল্পে পাল্টে যাবে ঢাবির চিত্র

একনেকে অনুমোদন

পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাস্টারপ্ল্যানে নকশা করে উন্নয়ন কাজ করা হবে

ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
পরিকল্পনা উপদেষ্টা

- ২৬০০ ছাত্রীর জন্য নির্মাণ হবে ৪টি আবাসিক হল
- শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য নির্মাণ হবে ২টি আবাসিক ভবন
- একাডেমিক ভবন নির্মাণ হবে ৬টি
- ৫১০০ ছাত্রের জন্য নির্মাণ হবে ৫টি আবাসিক হল

নিজস্ব প্রতিবেদক

Dhaka Tribune

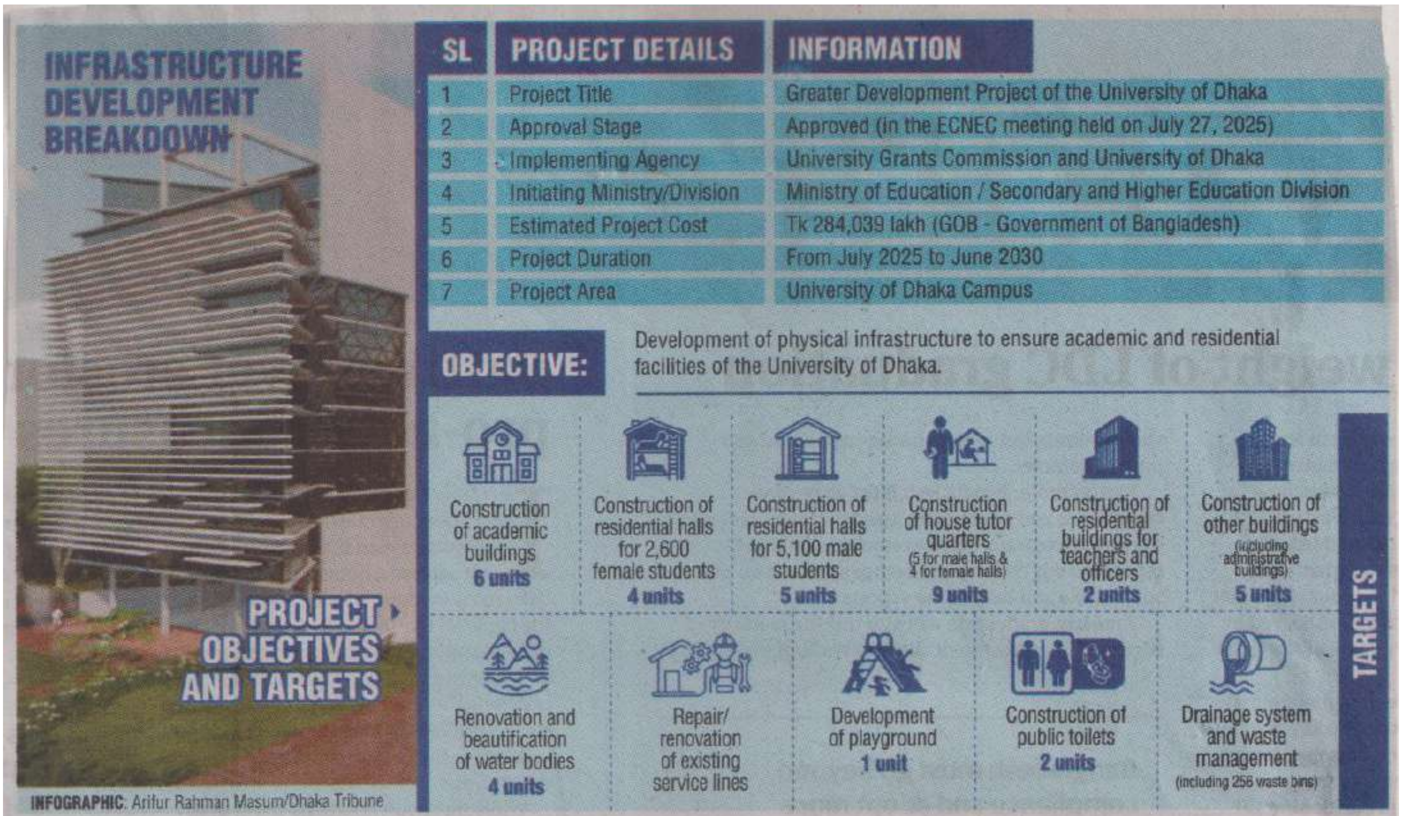
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BREAKDOWN
PROJECT OBJECTIVES AND TARGETS
TARGETS

SL	PROJECT DETAILS	INFORMATION
1	Project Title	Greater Development Project of the University of Dhaka
2	Approval Stage	Approved (in the ECNEC meeting held on July 27, 2025)
3	Implementing Agency	University Grants Commission and University of Dhaka
4	Initiating Ministry/Division	Ministry of Education / Secondary and Higher Education Division
5	Estimated Project Cost	Tk 284,039 lakh (GOB - Government of Bangladesh)
6	Project Duration	From July 2025 to June 2030
7	Project Area	University of Dhaka Campus

OBJECTIVE: Development of physical infrastructure to ensure academic and residential facilities of the University of Dhaka.

Target	Units
Construction of academic buildings	6 units
Construction of residential halls for 2,600 female students	4 units
Construction of residential halls for 5,100 male students	5 units
Construction of house tutor quarters (5 for male halls & 4 for female halls)	9 units
Construction of residential buildings for teachers and officers	2 units
Construction of other buildings (including administrative buildings)	5 units
Renovation and beautification of water bodies	4 units
Repair/ renovation of existing service lines	
Development of playground	1 unit
Construction of public toilets	2 units
Drainage system and waste management (including 256 waste bins)	

INFOGRAPHIC: Arifur Rahman Masum/Dhaka Tribune

DU set for Tk 2,840 crore infrastructure overhaul

Five-year project promises 9 new residential halls, 6 academic buildings, and comprehensive campus modernization

Samsuddoza Nabab

In what marks the most significant infrastructure development plan in its century-long history, Dhaka University (DU) is set for a comprehensive transformation under the "Further Development of Dhaka University" project, costing Tk 2,840.39 crore.

Top university officials have highlighted the project's broader implications, implementation philosophy, and long-term vision, particularly its emphasis on enhancing research and education.

The five-year project, scheduled to run from July 2025 to June 2030, marks the first phase of a broader 15-year, three-phase masterplan. The estimated cost for this phase is Tk 2,840.39 crore (Tk 2,840.39 lakh).

The project's primary objective is to improve academic and residential facilities across the DU campus. It will be implemented by the University Grants Commission and Dhaka University, under the Ministry of Education's Secondary and Higher Education Division.

According to top university officials, the combined impact of improved physical infrastructure and a renewed focus on academic and research excellence is expected to bring significant long-term benefits and "good results" for the university.

Summary of the project

The "Further Development of Dhaka University" is a five-year project worth Tk 2,840.39 crore, marking the first phase of a 15-year masterplan. Approved on July 27, 2025, its core aim is to significantly enhance the university's academic and residential infrastructure.

Accommodation is a top priority, taking up over 34% of the budget. The project will construct nine new residential halls—four for 2,600 female students, addressing their heightened vulnerability to housing shortages, and five for 5,100 male students. Older low-rise buildings will be replaced with multi-storey structures to optimize space.

» PAGE 9 COLUMN 2

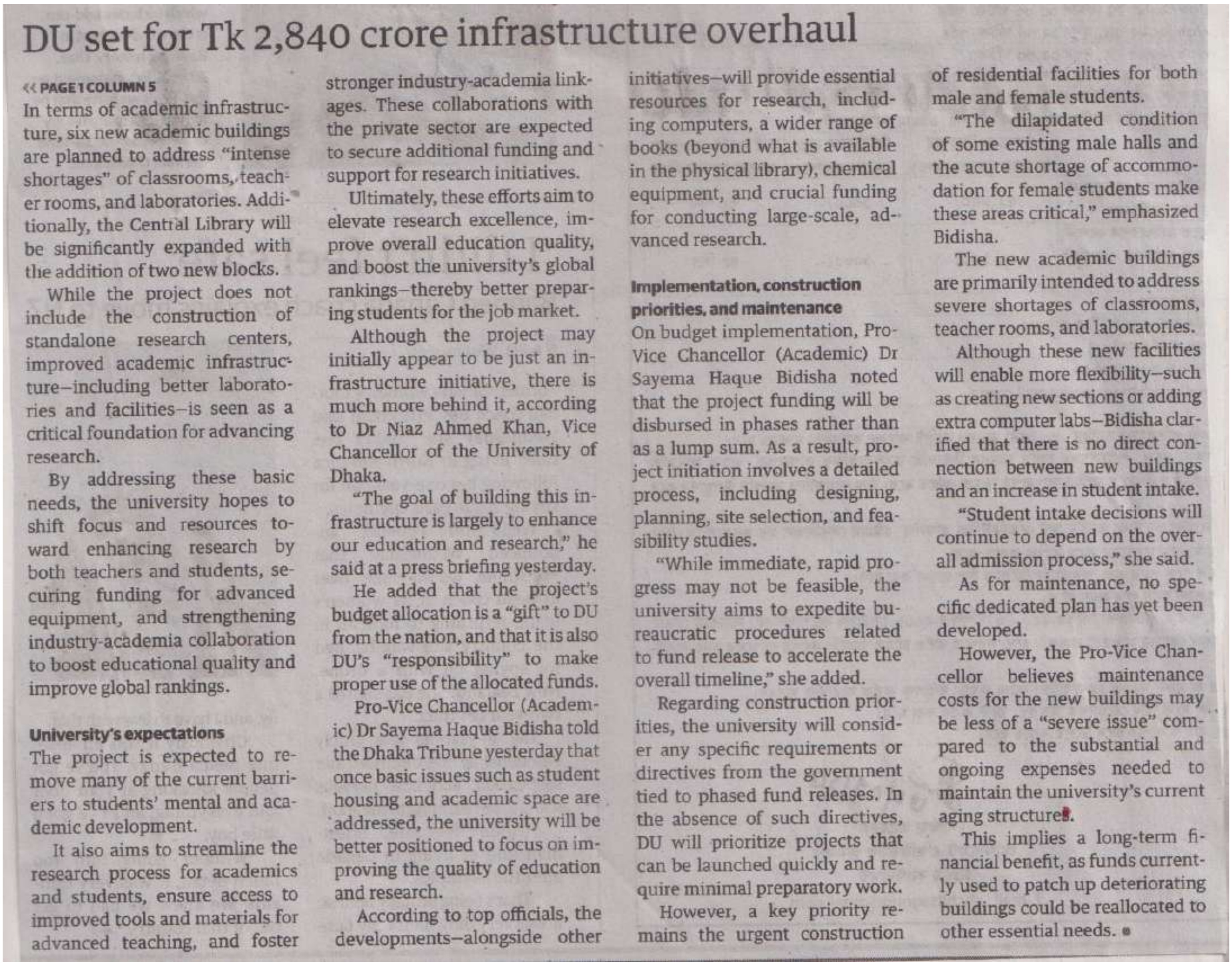

DU set for Tk 2,840 crore infrastructure overhaul

« PAGE 1 COLUMN 5

In terms of academic infrastructure, six new academic buildings are planned to address "intense shortages" of classrooms, teacher rooms, and laboratories. Additionally, the Central Library will be significantly expanded with the addition of two new blocks.

While the project does not include the construction of standalone research centers, improved academic infrastructure—including better laboratories and facilities—is seen as a critical foundation for advancing research.

By addressing these basic needs, the university hopes to shift focus and resources toward enhancing research by both teachers and students, securing funding for advanced equipment, and strengthening industry-academia collaboration to boost educational quality and improve global rankings.

University's expectations

The project is expected to remove many of the current barriers to students' mental and academic development.

It also aims to streamline the research process for academics and students, ensure access to improved tools and materials for advanced teaching, and foster stronger industry-academia linkages. These collaborations with the private sector are expected to secure additional funding and support for research initiatives.

Ultimately, these efforts aim to elevate research excellence, improve overall education quality, and boost the university's global rankings—thereby better preparing students for the job market.

Although the project may initially appear to be just an infrastructure initiative, there is much more behind it, according to Dr Niaz Ahmed Khan, Vice Chancellor of the University of Dhaka.

"The goal of building this infrastructure is largely to enhance our education and research," he said at a press briefing yesterday.

He added that the project's budget allocation is a "gift" to DU from the nation, and that it is also DU's "responsibility" to make proper use of the allocated funds.

Pro-Vice Chancellor (Academic) Dr Sayema Haque Bidisha told the Dhaka Tribune yesterday that once basic issues such as student housing and academic space are addressed, the university will be better positioned to focus on improving the quality of education and research.

According to top officials, the developments—alongside other initiatives—will provide essential resources for research, including computers, a wider range of books (beyond what is available in the physical library), chemical equipment, and crucial funding for conducting large-scale, advanced research.

Implementation, construction priorities, and maintenance

On budget implementation, Pro-Vice Chancellor (Academic) Dr Sayema Haque Bidisha noted that the project funding will be disbursed in phases rather than as a lump sum. As a result, project initiation involves a detailed process, including designing, planning, site selection, and feasibility studies.

"While immediate, rapid progress may not be feasible, the university aims to expedite bureaucratic procedures related to fund release to accelerate the overall timeline," she added.

Regarding construction priorities, the university will consider any specific requirements or directives from the government tied to phased fund releases. In the absence of such directives, DU will prioritize projects that can be launched quickly and require minimal preparatory work.

However, a key priority remains the urgent construction of residential facilities for both male and female students.

"The dilapidated condition of some existing male halls and the acute shortage of accommodation for female students make these areas critical," emphasized Bidisha.

The new academic buildings are primarily intended to address severe shortages of classrooms, teacher rooms, and laboratories.

Although these new facilities will enable more flexibility—such as creating new sections or adding extra computer labs—Bidisha clarified that there is no direct connection between new buildings and an increase in student intake.

"Student intake decisions will continue to depend on the overall admission process," she said.

As for maintenance, no specific dedicated plan has yet been developed.

However, the Pro-Vice Chancellor believes maintenance costs for the new buildings may be less of a "severe issue" compared to the substantial and ongoing expenses needed to maintain the university's current aging structures.

This implies a long-term financial benefit, as funds currently used to patch up deteriorating buildings could be reallocated to other essential needs. ●

দৈনিক বর্তমান

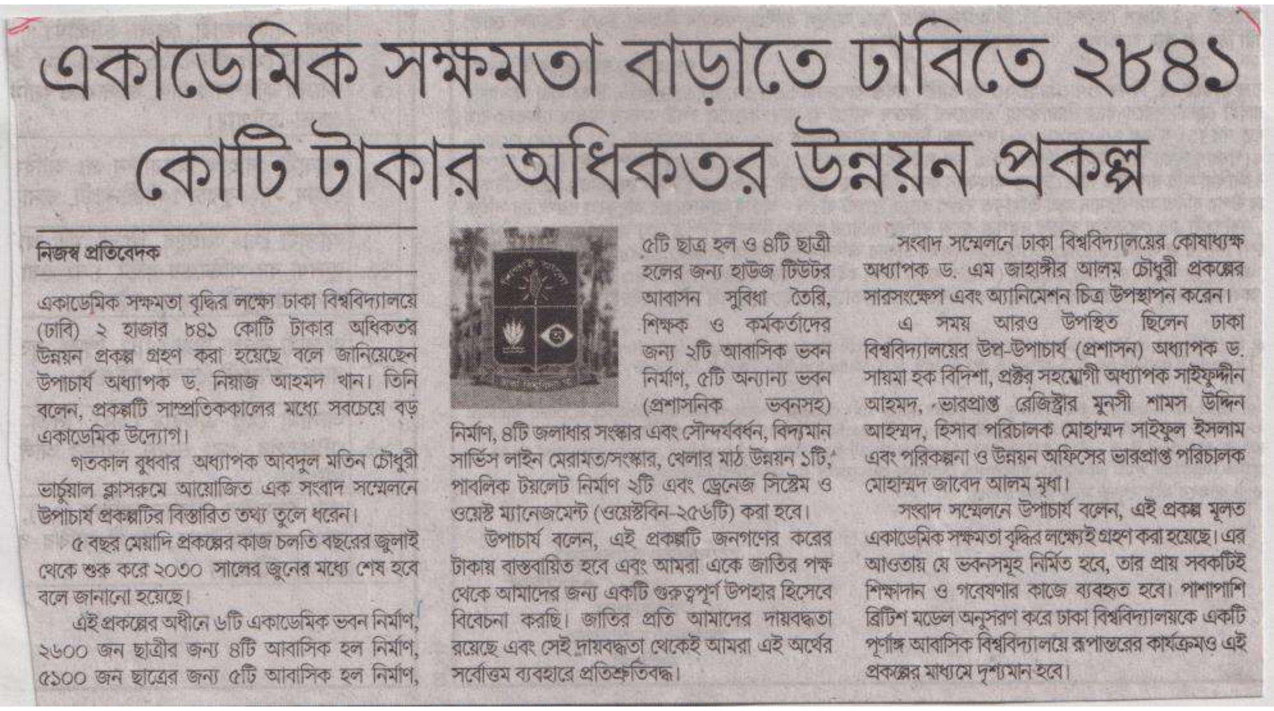

একাডেমিক সক্ষমতা বাড়াতে ঢাবিতে ২৮৪১ কোটি টাকার অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক

একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, প্রকল্পটি সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় একাডেমিক উদ্যোগ।

গতকাল বুধবার অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের কাজ চলতি বছরের জুলাই থেকে শুরু করে ২০৩০ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই প্রকল্পের অধীনে ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫টি ছাত্র হল ও ৪টি ছাত্রী হলের জন্য হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৫টি অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ, ৪টি জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন, বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার, খেলার মাঠ উন্নয়ন ১টি, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২টি এবং ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ওয়েস্টবিন-২৫৬টি) করা হবে।

উপাচার্য বলেন, এই প্রকল্পটি জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা একে জাতির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার হিসেবে বিবেচনা করছি। জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রকল্পের সারসংক্ষেপ এবং অ্যানিমেশন চিত্র উপস্থাপন করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য বলেন, এই প্রকল্প মূলত একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় যে ভবনসমূহ নির্মিত হবে, তার প্রায় সবকটিই শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি ব্রিটিশ মডেল অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কার্যক্রমও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে।

The Daily Campus

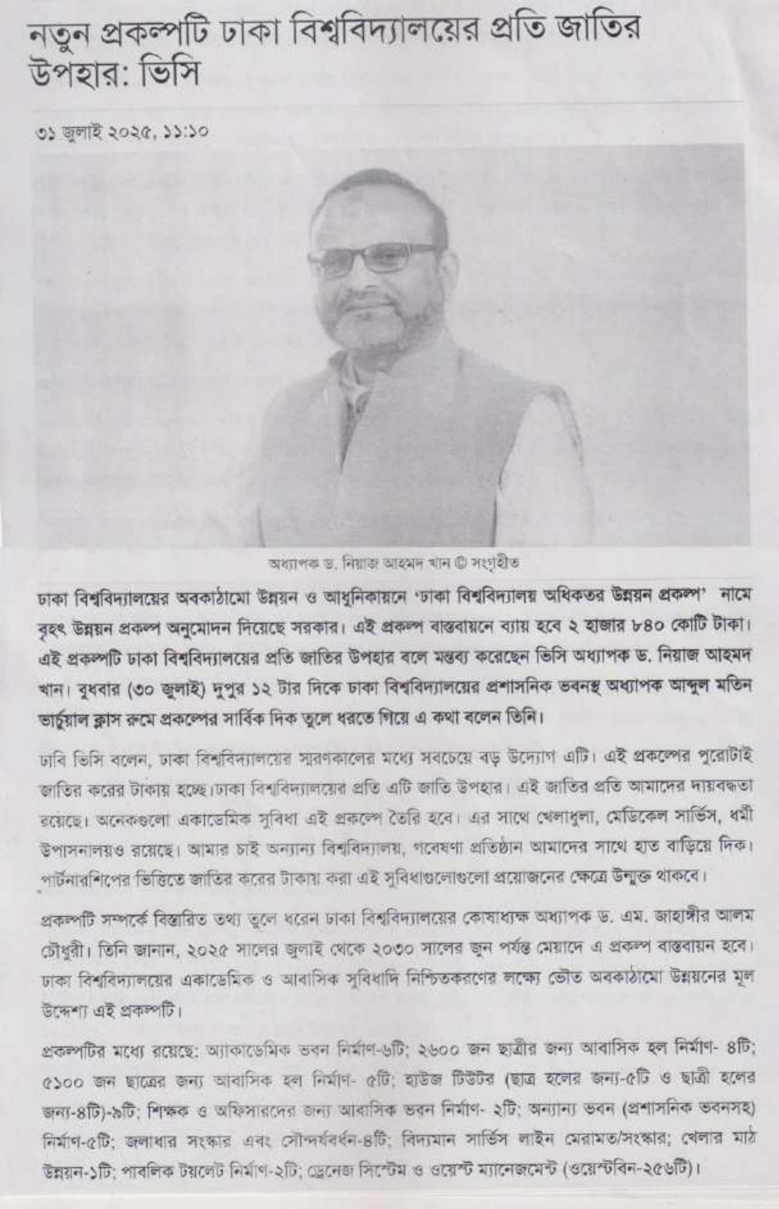

নতুন প্রকল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জাতির উপহার: ভিসি

৩১ জুলাই ২০২৫, ১১:১০

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান © সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প' নামে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যায় হবে ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জাতির উপহার বলে মন্তব্য করেছেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বুধবার (৩০ জুলাই) দুপুর ১২ টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে প্রকল্পের সার্বিক দিক তুলে ধরতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

ঢাবি ভিসি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ এটি। এই প্রকল্পের পুরোটাই জাতির করের টাকায় হচ্ছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এটি জাতি উপহার। এই জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। অনেকগুলো একাডেমিক সুবিধা এই প্রকল্পে তৈরি হবে। এর সাথে খেলাধুলা, মেডিকেল সার্ভিস, ধর্মী উপাসনালয়ও রয়েছে। আমার চাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে হাত বাড়িয়ে দিক। পার্টনারশিপের ভিত্তিতে জাতির করের টাকায় করা এই সুবিধাগুলোগুলো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত থাকবে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি জানান, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য এই প্রকল্পটি।

প্রকল্পটির মধ্যে রয়েছে: অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ-৬টি; ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য আবাসিক হল নির্মাণ- ৪টি; ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য আবাসিক হল নির্মাণ- ৫টি; হাউজ টিউটর (ছাত্র হলের জন্য-৫টি ও ছাত্রী হলের জন্য-৪টি)-৯টি; শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ- ২টি; অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ-৫টি; জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন-৪টি; বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার; খেলার মাঠ উন্নয়ন-১টি; পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-২টি; ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ওয়েস্টবিন-২৫৬টি)।

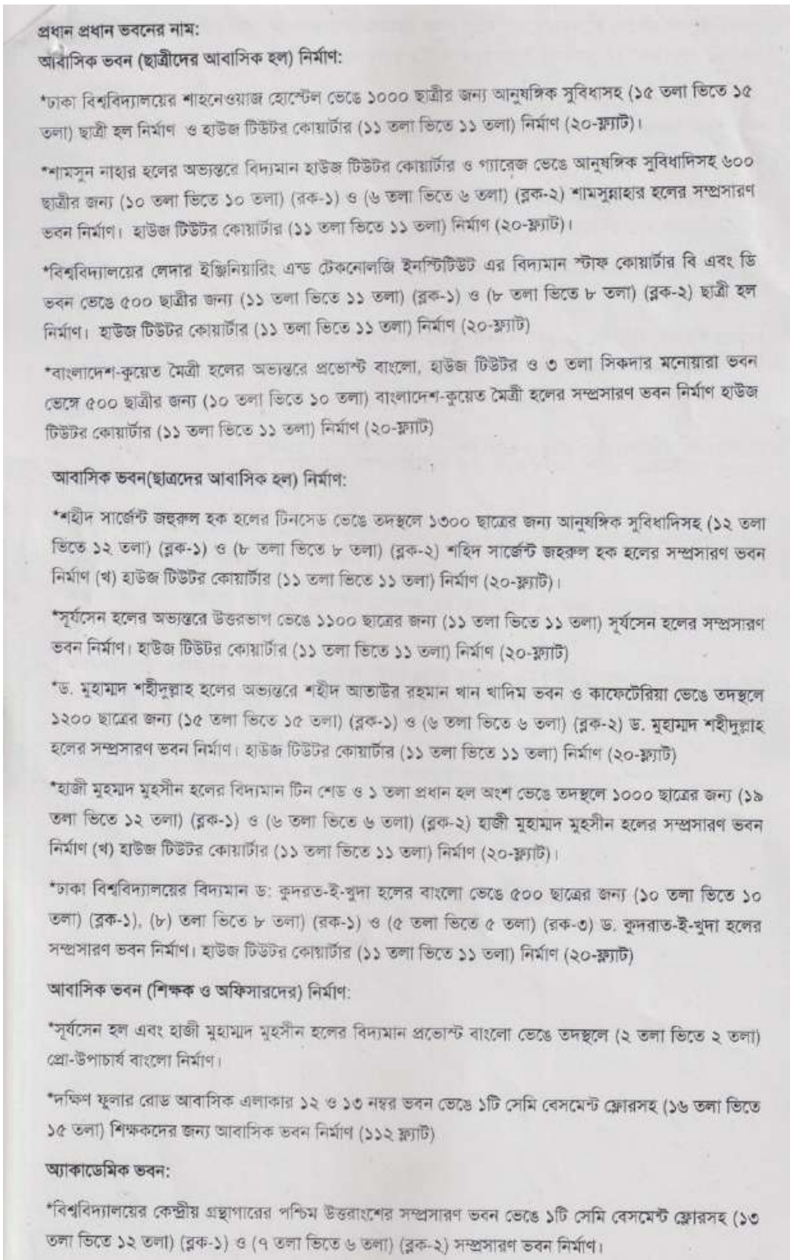

প্রধান প্রধান ভবনের নাম:

আবাসিক ভবন (ছাত্রীদের আবাসিক হল) নির্মাণ:

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙে ১০০০ ছাত্রীর জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ (১৫ তলা ভিতে ১৫ তলা) ছাত্রী হল নির্মাণ ও হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)।

*শামসুন নাহার হলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হাউজ টিউটর কোয়ার্টার ও গ্যারেজ ভেঙে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৬০০ ছাত্রীর জন্য (১০ তলা ভিতে ১০ তলা) (রক-১) ও (৬ তলা ভিতে ৬ তলা) (ব্লক-২) শামসুন্নাহার হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)।

*বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এর বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙে ৫০০ ছাত্রীর জন্য (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) (ব্লক-১) ও (৮ তলা ভিতে ৮ তলা) (ব্লক-২) ছাত্রী হল নির্মাণ। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)

*বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের অভ্যন্তরে প্রভোস্ট বাংলো, হাউজ টিউটর ও ৩ তলা সিকদার মনোয়ারা ভবন ভেঙে ৫০০ ছাত্রীর জন্য (১০ তলা ভিতে ১০ তলা) বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)

আবাসিক ভবন(ছাত্রদের আবাসিক হল) নির্মাণ:

*শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের টিনসেড ভেঙে তদস্থলে ১৩০০ ছাত্রের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ (১২ তলা ভিতে ১২ তলা) (ব্লক-১) ও (৮ তলা ভিতে ৮ তলা) (ব্লক-২) শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ (খ) হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)।

*সূর্যসেন হলের অভ্যন্তরে উত্তরভাগ ভেঙে ১১০০ ছাত্রের জন্য (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) সূর্যসেন হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)

*ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের অভ্যন্তরে শহীদ আতাউর রহমান খান খাদিম ভবন ও কাফেটেরিয়া ভেঙে তদস্থলে ১২০০ ছাত্রের জন্য (১৫ তলা ভিতে ১৫ তলা) (ব্লক-১) ও (৬ তলা ভিতে ৬ তলা) (ব্লক-২) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)

*হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বিদ্যমান টিন শেড ও ১ তলা প্রধান হল অংশ ভেঙে তদস্থলে ১০০০ ছাত্রের জন্য (১৯ তলা ভিতে ১২ তলা) (ব্লক-১) ও (৬ তলা ভিতে ৬ তলা) (ব্লক-২) হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ (খ) হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ড: কুদরত-ই-খুদা হলের বাংলো ভেঙে ৫০০ ছাত্রের জন্য (১০ তলা ভিতে ১০ তলা) (ব্লক-১), (৮) তলা ভিতে ৮ তলা) (রক-১) ও (৫ তলা ভিতে ৫ তলা) (রক-৩) ড. কুদরাত-ই-খুদা হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার (১১ তলা ভিতে ১১ তলা) নির্মাণ (২০-ফ্ল্যাট)

আবাসিক ভবন (শিক্ষক ও অফিসারদের) নির্মাণ:

*সূর্যসেন হল এবং হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের বিদ্যমান প্রভোস্ট বাংলো ভেঙে তদস্থলে (২ তলা ভিতে ২ তলা) প্রো-উপাচার্য বাংলো নির্মাণ।

*দক্ষিণ ফুলার রোড আবাসিক এলাকার ১২ ও ১৩ নম্বর ভবন ভেঙে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (১৬ তলা ভিতে ১৫ তলা) শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (১১২ ফ্ল্যাট)

অ্যাকাডেমিক ভবন:

*বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পশ্চিম উত্তরাংশের সম্প্রসারণ ভবন ভেঙে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (১৩ তলা ভিতে ১২ তলা) (ব্লক-১) ও (৭ তলা ভিতে ৬ তলা) (ব্লক-২) সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ।

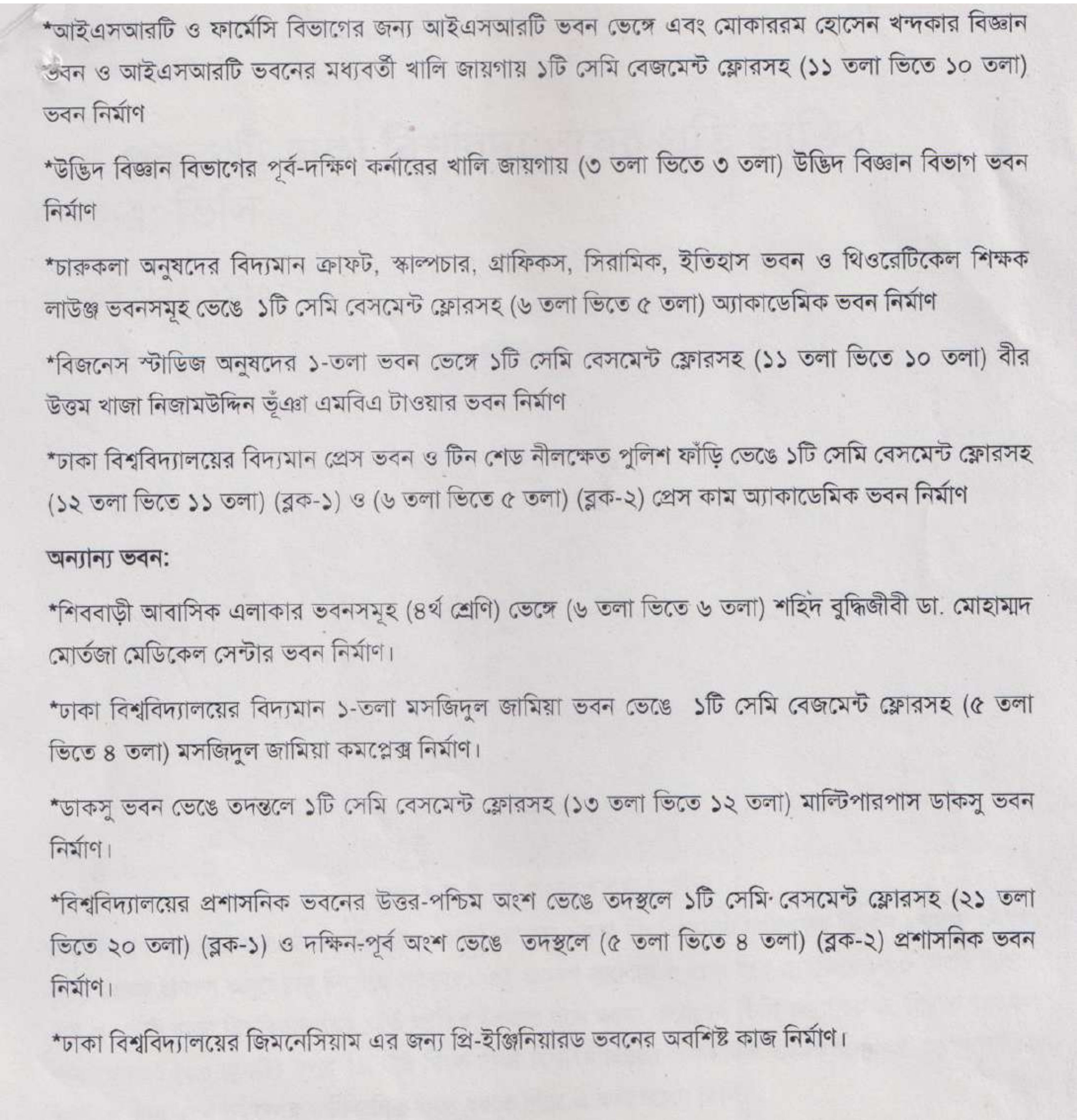

*আইএসআরটি ও ফার্মেসি বিভাগের জন্য আইএসআরটি ভবন ভেঙ্গে এবং মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন ও আইএসআরটি ভবনের মধ্যবর্তী খালি জায়গায় ১টি সেমি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ (১১ তলা ভিতে ১০ তলা) ভবন নির্মাণ

*উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ব-দক্ষিণ কর্নারের খালি জায়গায় (৩ তলা ভিতে ৩ তলা) উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ভবন নির্মাণ

*চারুকলা অনুষদের বিদ্যমান ক্রাফট, স্কাল্পচার, গ্রাফিকস, সিরামিক, ইতিহাস ভবন ও থিওরেটিকেল শিক্ষক লাউঞ্জ ভবনসমূহ ভেঙে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (৬ তলা ভিতে ৫ তলা) অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ

*বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ১-তলা ভবন ভেঙ্গে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (১১ তলা ভিতে ১০ তলা) বীর উত্তম খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁঞা এমবিএ টাওয়ার ভবন নির্মাণ

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান প্রেস ভবন ও টিন শেড নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি ভেঙে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (১২ তলা ভিতে ১১ তলা) (ব্লক-১) ও (৬ তলা ভিতে ৫ তলা) (ব্লক-২) প্রেস কাম অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ

অন্যান্য ভবন:

*শিববাড়ী আবাসিক এলাকার ভবনসমূহ (৪র্থ শ্রেণি) ভেঙ্গে (৬ তলা ভিতে ৬ তলা) শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টার ভবন নির্মাণ।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ১-তলা মসজিদুল জামিয়া ভবন ভেঙে ১টি সেমি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ (৫ তলা ভিতে ৪ তলা) মসজিদুল জামিয়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।

*ডাকসু ভবন ভেঙে তদস্তলে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (১৩ তলা ভিতে ১২ তলা) মাল্টিপারপাস ডাকসু ভবন নির্মাণ।

*বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর-পশ্চিম অংশ ভেঙে তদস্থলে ১টি সেমি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ (২১ তলা ভিতে ২০ তলা) (ব্লক-১) ও দক্ষিন-পূর্ব অংশ ভেঙে তদস্থলে (৫ তলা ভিতে ৪ তলা) (ব্লক-২) প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম এর জন্য প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড ভবনের অবশিষ্ট কাজ নির্মাণ।

দৈনিক বর্তমান

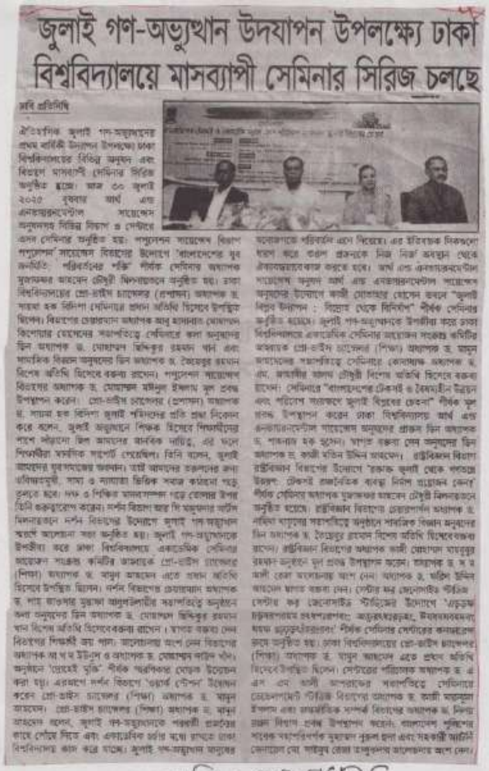

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ চলছে

আলোকিত বাংলাদেশ
৩১-০৭-২০২৫

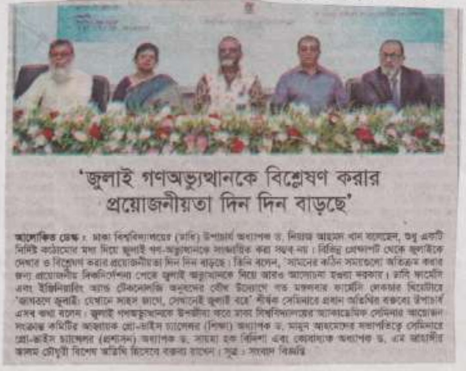

'জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে'

নয়া দিগন্ত

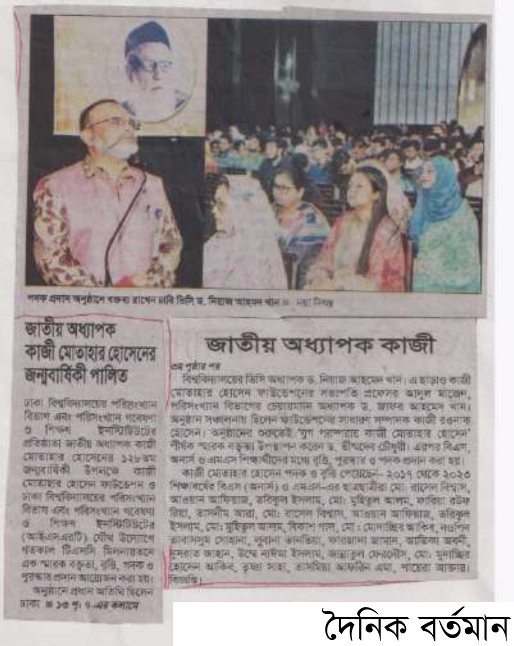

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাবি ভিসি ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের জন্মবার্ষিকী পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (আইএসআরটি) যৌথ উদ্যোগে গতকাল টিএসসি মিলনায়তনে এক স্মারক বক্তৃতা, বৃত্তি, পদক ও পুরস্কার প্রদান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা

➡ ১৩ পৃ. ৭-এর কলামে

জাতীয় অধ্যাপক কাজী

এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এ ছাড়াও কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মাজেদ, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রওনাক হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই 'যুগ পরম্পরায় কাজী মোতাহার হোসেন' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ড. [illegible] চৌধুরী। এরপর বিএস, অনার্স ও এমএস শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রদান করা হয়।

কাজী মোতাহার হোসেন পদক ও বৃত্তি পেয়েছেন– ২০১৭ থেকে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বিএস (অনার্স) ও এমএস-এর ছাত্রছাত্রীরা মো: রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াত, তরিকুল ইসলাম, মো: মুহিবুল আলম, ফারিয়া রউফ রিয়া, তাসনীম আরা, মো: রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াত, তরিকুল ইসলাম, মো: মুহিবুল আলম, বিকাশ পাল, মো: মোদাচ্ছির আকিব, নওশিন তাবাসসুম সোহানা, লুবানা তানজিয়া, ফারহানা জামান, আতিকা অবনী, নুসরাত জাহান, উম্মে নাজমা ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, মো: মুদাচ্ছির হোসেন আকিব, তৃষ্ণা সাহা, তাসমিয়া আফরিন এমা, শায়েরা আক্তার। বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক বর্তমান

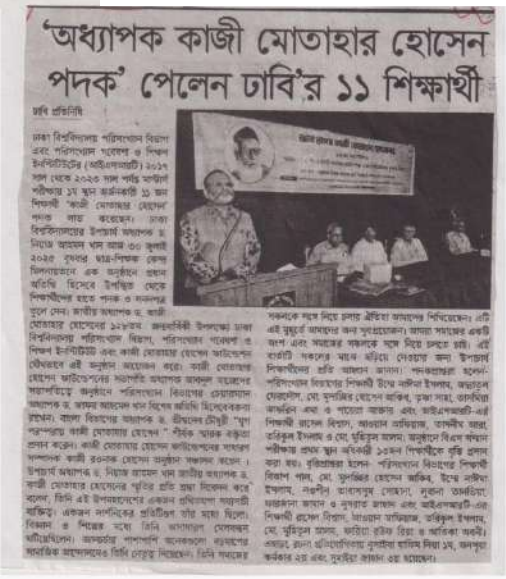

‘অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন পদক’ পেলেন ঢাবি’র ১১ শিক্ষার্থী

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (আইএসআরটি) ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম স্থান অর্জনকারী ১১ জন শিক্ষার্থী 'কাজী মোতাহার হোসেন' পদক লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩০ জুলাই ২০২৫ বুধবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে পদক ও সনদপত্র তুলে দেন। জাতীয় অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মাজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. [illegible] চৌধুরী "যুগ পরম্পরায় কাজী মোতাহার হোসেন" শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রওনক হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি এই উপমহাদেশের একজন প্রতিভাবান সব্যসাচী ব্যক্তিত্ব। একজন দার্শনিকের প্রতিচ্ছবি তাঁর মাঝে ছিলো। বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে তিনি অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সমাজের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার ঐতিহ্য আমাদের শিখিয়েছেন। এটি এই মুহূর্তে আমাদের জন্য সুপ্রয়োজন। আমরা সমাজের একটি অংশ এবং সমাজের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাই। এই বার্তাটি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। পদকপ্রাপ্তরা হলেন- পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে নাজমা ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, মো. মুদাচ্ছির হোসেন আকিব, তৃষ্ণা সাহা, তাসমিয়া আফরিন এমা ও শায়েরা আক্তার এবং আইএসআরটি-এর শিক্ষার্থী রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াত, তাসনীম আরা, তরিকুল ইসলাম ও মো. মুহিবুল আলম। অনুষ্ঠানে বিএস সম্মান পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ১৩জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী বিকাশ পাল, মো. মুদাচ্ছির হোসেন আকিব, উম্মে নাজমা ইসলাম, নওশীন তাবাসসুম সোহানা, লুবনা তানজিয়া, ফারহানা জামান ও নুসরাত জাহান এবং আইএসআরটি-এর শিক্ষার্থী রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াত, তরিকুল ইসলাম, মো. মুহিবুল আলম, ফারিয়া রউফ রিয়া ও আতিকা অবনী। এছাড়া, রচনা প্রতিযোগিতায় নুসাইবা হাকিম নিহা ১ম, অনসূয়া কর্মকার ২য় এবং নুসাইবা জাহান ৩য় হয়েছেন।

এডিটোরিয়াল নিউজ ২৪

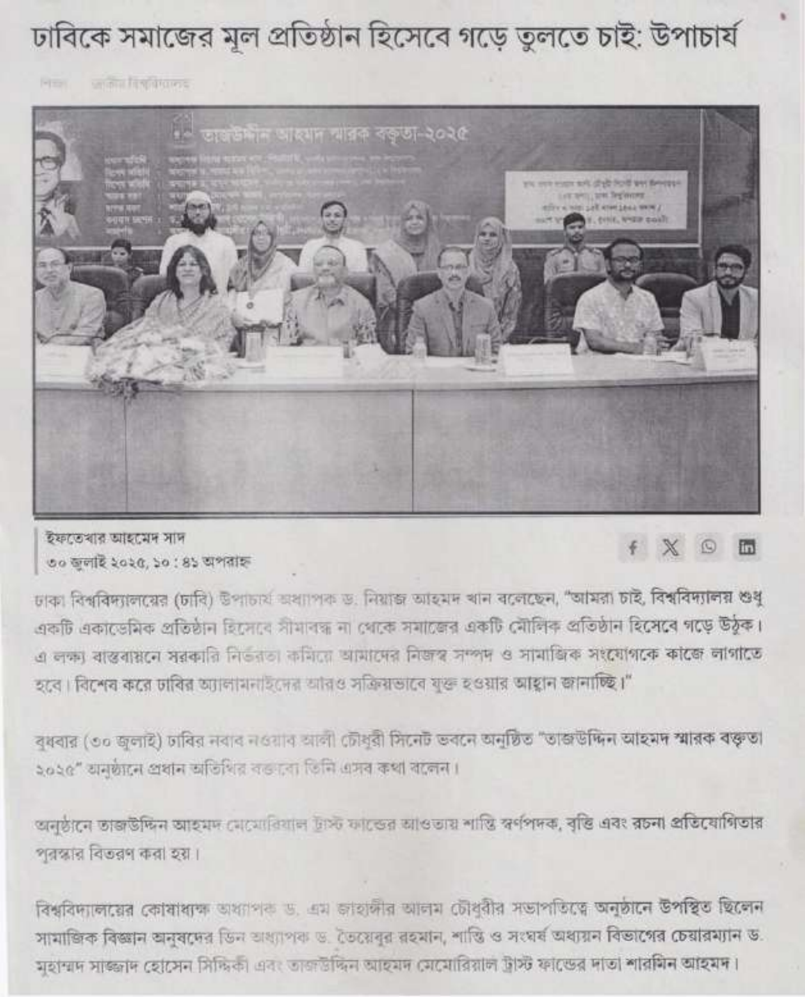

ঢাবিকে সমাজের মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: উপাচার্য

ইফতেখার আহমেদ সাদ
৩০ জুলাই ২০২৫, ১০ : ৪১ অপরাহ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, "আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারি নির্ভরতা কমিয়ে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও সামাজিক সংযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ করে ঢাবির অ্যালামনাইদের আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"

বুধবার (৩০ জুলাই) ঢাবির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত "তাজউদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা ২০২৫" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় শান্তি স্বর্ণপদক, বৃত্তি এবং রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী এবং তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা শারমিন আহমদ।

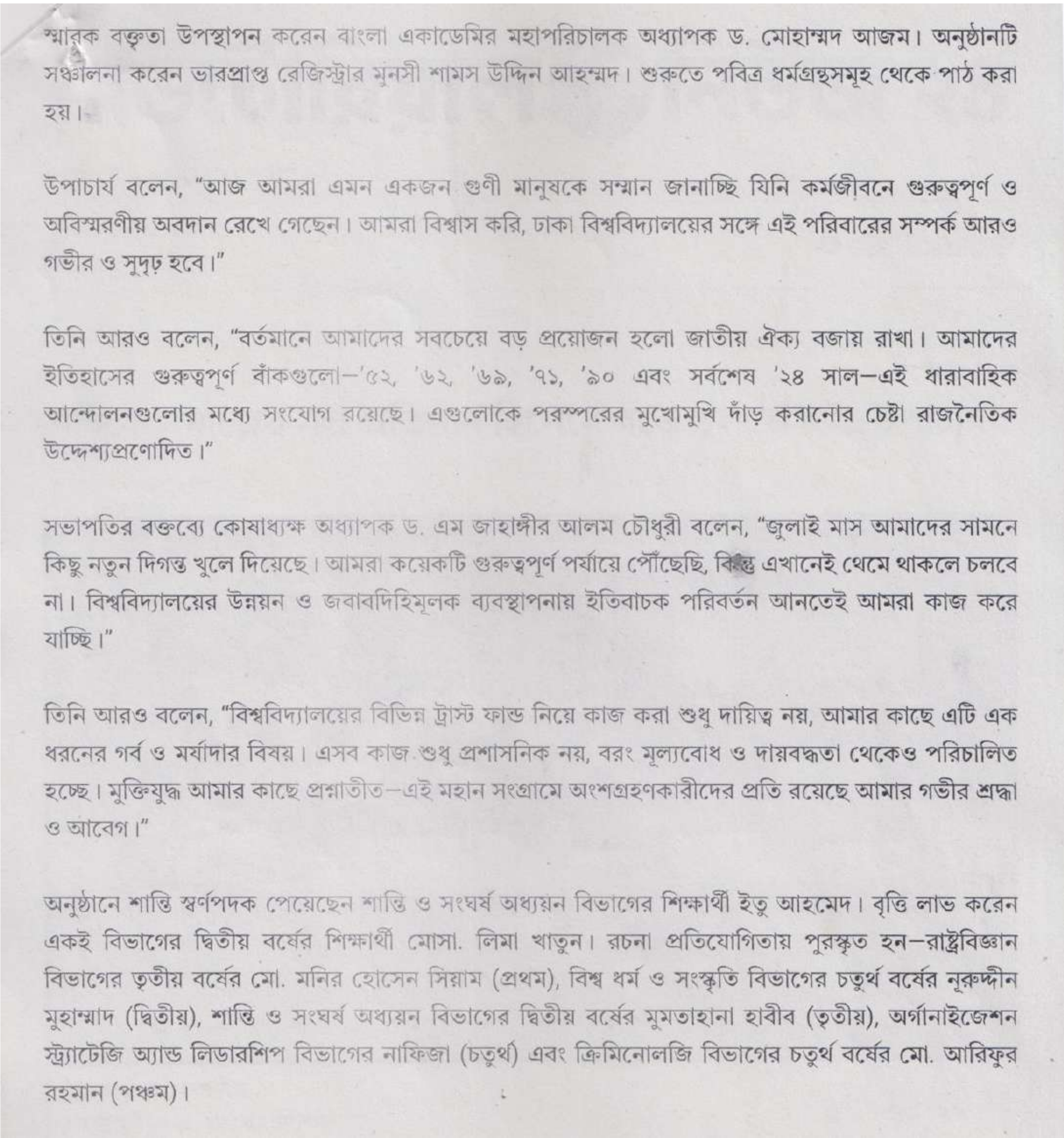

স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়।

উপাচার্য বলেন, “আজ আমরা এমন একজন গুণী মানুষকে সম্মান জানাচ্ছি যিনি কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক আরও গভীর ও সুদৃঢ় হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা। আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো–’৫২, ’৬২, ’৬৯, ’৭১, ’৯০ এবং সর্বশেষ ’২৪ সাল–এই ধারাবাহিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে সংযোগ রয়েছে। এগুলোকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।”

সভাপতির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, “জুলাই মাস আমাদের সামনে কিছু নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছি, কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।”

তিনি আরও বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড নিয়ে কাজ করা শুধু দায়িত্ব নয়, আমার কাছে এটি এক ধরনের গর্ব ও মর্যাদার বিষয়। এসব কাজ শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা থেকেও পরিচালিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে প্রশ্নাতীত–এই মহান সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি রয়েছে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ।”

অনুষ্ঠানে শান্তি স্বর্ণপদক পেয়েছেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী ইতু আহমেদ। বৃত্তি লাভ করেন একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোসা. লিমা খাতুন। রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন–রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মো. মনির হোসেন সিয়াম (প্রথম), বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়), শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মুমতাহানা হাবীব (তৃতীয়), অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ বিভাগের নাফিজা (চতুর্থ) এবং ক্রিমিনোলজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মো. আরিফুর রহমান (পঞ্চম)।

The Country Today

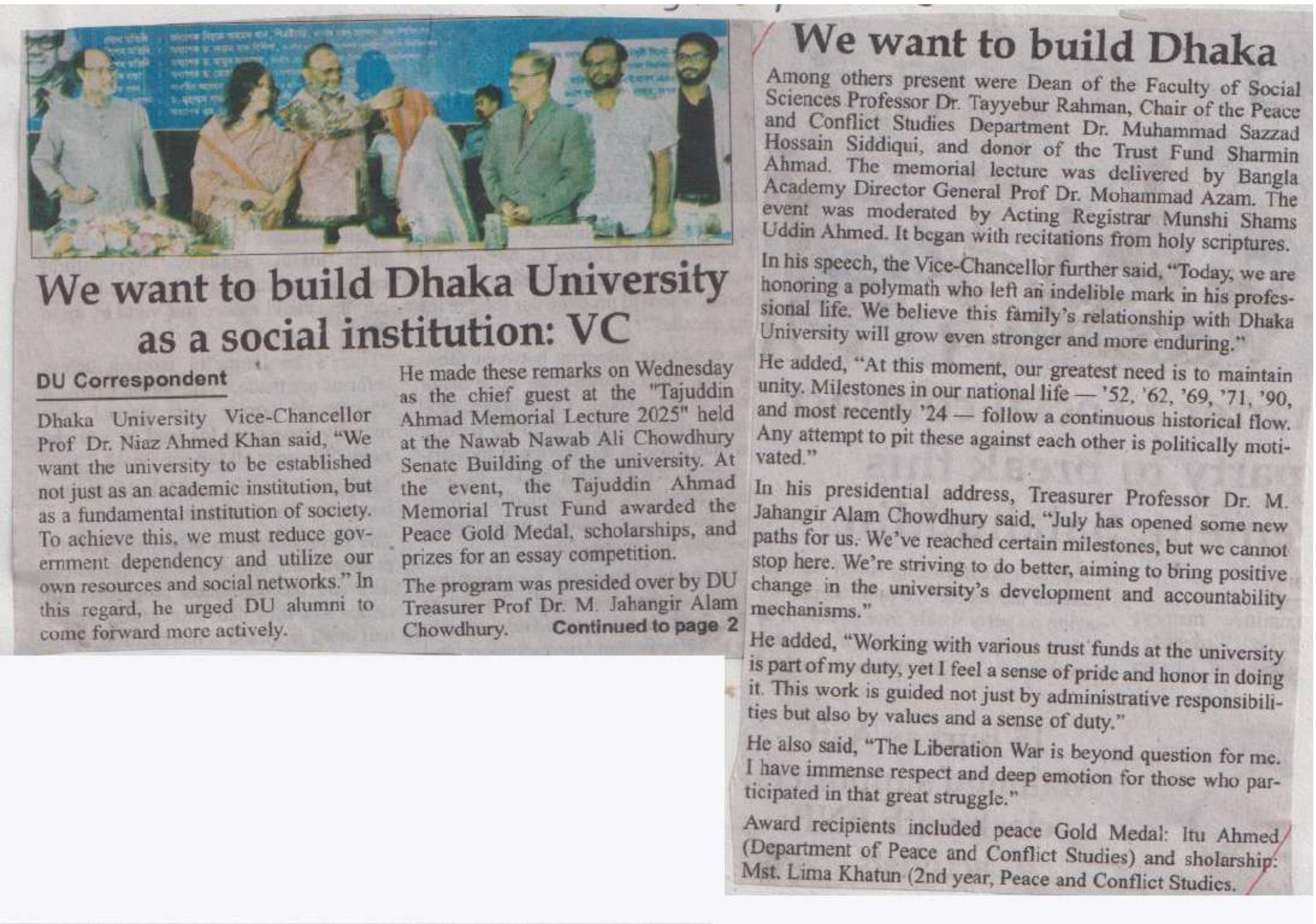

We want to build Dhaka University as a social institution: VC

DU Correspondent

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan said, "We want the university to be established not just as an academic institution, but as a fundamental institution of society. To achieve this, we must reduce government dependency and utilize our own resources and social networks." In this regard, he urged DU alumni to come forward more actively.

He made these remarks on Wednesday as the chief guest at the "Tajuddin Ahmad Memorial Lecture 2025" held at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of the university. At the event, the Tajuddin Ahmad Memorial Trust Fund awarded the Peace Gold Medal, scholarships, and prizes for an essay competition.

The program was presided over by DU Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury.

Continued to page 2

We want to build Dhaka

Among others present were Dean of the Faculty of Social Sciences Professor Dr. Tayyebur Rahman, Chair of the Peace and Conflict Studies Department Dr. Muhammad Sazzad Hossain Siddiqui, and donor of the Trust Fund Sharmin Ahmad. The memorial lecture was delivered by Bangla Academy Director General Prof Dr. Mohammad Azam. The event was moderated by Acting Registrar Munshi Shams Uddin Ahmed. It began with recitations from holy scriptures.

In his speech, the Vice-Chancellor further said, "Today, we are honoring a polymath who left an indelible mark in his professional life. We believe this family's relationship with Dhaka University will grow even stronger and more enduring."

He added, "At this moment, our greatest need is to maintain unity. Milestones in our national life — '52, '62, '69, '71, '90, and most recently '24 — follow a continuous historical flow. Any attempt to pit these against each other is politically motivated."

In his presidential address, Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury said, "July has opened some new paths for us. We've reached certain milestones, but we cannot stop here. We're striving to do better, aiming to bring positive change in the university's development and accountability mechanisms."

He added, "Working with various trust funds at the university is part of my duty, yet I feel a sense of pride and honor in doing it. This work is guided not just by administrative responsibilities but also by values and a sense of duty."

He also said, "The Liberation War is beyond question for me. I have immense respect and deep emotion for those who participated in that great struggle."

Award recipients included peace Gold Medal: Itu Ahmed (Department of Peace and Conflict Studies) and sholarship: Mst. Lima Khatun (2nd year, Peace and Conflict Studies.